সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৭৮
WEEKLY BOOKLET:378

# ফয়যানে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ


মিসর থেকে মক্কা ২৭ কদমে ০২
মজযুব বুযুর্গের দোয়া ০৬
"শায়খুল হাদিস" উপাধি প্রদান করা হলো ১৩
কে নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করতে পারবে? ১৮





উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

# ফয়যানে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ

**আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই পুস্তিকা **"ফয়যানে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ**"** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর ফয়েয দ্বারা ধন্য করো এবং তাঁদের জীবনীর উপর চলার সৌভাগ্য দান করো এবং তাকে তার পিতামাতাসহ বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

## দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নৈকট্যশীল ব্যক্তি সেই হবে, যে সবচেয়ে বেশি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

**(তিরমিযী, ২/২৭, হাদিস: ৪৮৪)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد



www.dawateislami.net

# মিসর থেকে মক্কা ২৭ কদমে

হযরত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর একান্ত খাদেম হযরত মুহাম্মদ বিন আলী হাবাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বর্ণনা করেন: একদিন মিসরে কায়লুলার সময় (দুপুরে ঘুমকে কায়লুলা বলা হয়) ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه আমাকে বললেন: যদি তুমি আমার মৃত্যুর পূর্বে এই রহস্য প্রকাশ না করো তবে আজ আসরের নামায মক্কায়ে মুকাররমায় আদায় করার ইচ্ছা রয়েছে। আমি আরয করলাম: ঠিক আছে। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং বললেন: চোখ বন্ধ করো। আমি চোখ বন্ধ করলে তিনি আমার হাত ধরে প্রায় ২৭ কদম হাঁটলেন, অতঃপর বললেন: চোখ খুলো। আমি চোখ খুললাম, তখন আমরা জান্নাতুল মুয়াল্লার (মক্কা মুকাররমার বরকতময় কবরস্থান) দরজার কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমরা সেখানে হযরত বিবি খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا, হযরত ফুযাইল বিন আয়ায এবং হযরত ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا এর মাযার যিয়ারত করলাম, অতঃপর হেরেম শরীফে প্রবেশ করলাম, তাওয়াফ করলাম, যমযম শরীফ পান করলাম এবং মকামে ইব্রাহিমের পেছনে বসে গেলাম, এক পর্যায়ে আমরা সেখানে আসরের নামায আদায় করলাম, অতঃপর তিনি আমাকে বললেন: অবাক হয়ো না, আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করে দেয়া হয়েছে। এরপর বললেন: যদি সাথে যেতে চাও তাহলে ঠিক আছে, অন্যথায় হাজীদের সাথে চলে এসো। আমি আরয করলাম: আমি আপনার সাথেই যাবো। অতঃপর আমরা জান্নাতুল মুয়াল্লার দরজা পর্যন্ত গেলাম, তিনি আমাকে বললেন: চোখ বন্ধ করো। আমি চোখ বন্ধ করলাম, তিনি আমাকে সাত কদম নিয়ে দ্রুত হাঁটলেন এবং বললেন:



www.dawateislami.net

চোখ খুলো। আমি চোখ খুললাম, তখন আমি দেখলাম আমি মিসরে রয়েছি। **(আল কাওয়াকিবুস সায়িরা, ১/২২৯। শাজারাতুয যাহাব, ১০/৭৭)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

## সৌভাগ্যময় জন্ম

দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ইসলামী কিতাব লিখক ওলামায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর মধ্যে নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, হাফিযুল হাদিস, শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ও অন্তর্ভুক্ত। তিনি ৮৪৯ হিজরিতে মাগরিবের নামাযের পর মিসরের রাজধানী (Capital of Egypt) কায়রো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে "ইবনুল কুতুব" (অর্থাৎ কিতাবের পুত্র) ও বলা হয়। এই ঘটনাটি খুবই চমকপ্রদ, আর তা হলো; তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান গর্ভবতী ছিলেন, একদিন তাঁর সম্মানিত আব্বাজান তাঁর আম্মাজানকে লাইব্রেরি থেকে কোন একটি কিতাব আনতে বললেন, তিনি কিতাব আনতে গেলেন, তখন সেখানেই প্রসব বেদনা শুরু হলো এবং ইমাম জালালুদ্দিন সূয়ূতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কিতাবের মাঝে জন্ম হয়ে গেলো। **(আন নূরুস সাফির, পৃ: ৯০)**

## পরিচয় ও উপাধি

তাঁর নাম: আবদুর রহমান এবং প্রসিদ্ধ উপাধি হলো: জালালুদ্দিন, যেটা সম্মানিত পিতার পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছিলো। তিনি নিজের



www.dawateislami.net

নামের চেয়ে বেশি উপাধি দ্বারা পরিচিত ছিলেন। তাঁর উপনাম হলো; আবুল ফযল, একবার তিনি তাঁর শায়েখ কাযিউল কুযাত ইযযুদ্দিন আহমদ বিন ইব্রাহিম কিনানি হাম্বলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার উপনাম কি? তিনি আরয করলেন: আমার কোনো উপনাম নেই। তখন তিনি বললেন: আপনার উপনাম হলো; আবুল ফযল; এবং নিজের হাতে লিখে উপনাম প্রদান করলেন। কোটি কোটি শাফেয়ীদের ইমাম, ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুকাল্লিদ (অর্থাৎ অনুসারী) হওয়ার কারণে তাঁকে শাফেয়ী বলা হয়। **(আন নূরুস সাফির, পৃ: ৯০)**

## পৈতৃক শহর ও পিতামাতার পরিচয়

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পূর্বপুরুষগণ "উস ইউত" নামক শহরে বাস করতেন, তাই তাঁকে "সুয়ূতী" বা "উস ইউতী" বলা হয়। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর এই শহরের ইতিহাসের উপর "আল মাযবুত ফি আখবারিস সুয়ূত" নামে একটি কিতাবও লিখেছেন। তাঁর দাদাজানও অনেক বড় আল্লাহর ওলী ছিলেন, তাঁর মাযার শরীফ মিসরের উস ইউত শহরে অবস্থিত, লোকেরা সেখানে হাজিরি দেয় এবং বরকত লাভ করে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা শহরের সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, অনেকে ব্যবসায়ী ও ধনী ছিলেন, তারা উস ইউতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে সেটার জন্য অনেক জমিন ওয়াকফ করেছেন তবে ইলমে দ্বীনের মহান খেদমত তাঁর সম্মানিত পিতার ভাগ্যে এসেছিল। **(আল ইমামুল হাফিয জালালুদ্দিন সুয়ূতী ওয়া জুহুদুহু ফিল হাদিস ও উলূমুহু, পৃ: ৭৪। হুসনুল মুহাদারা, ১/২৮৮। আত তাহদ্দুসু বি নিয়মাতিল্লাহ, পৃ: ৭)**



www.dawateislami.net

# সম্মানিত পিতার শান ও শওকত

তাঁর সম্মানিত পিতা প্রতিদিন কুরআনে করীম তিলাওয়াত করতেন, এমনকি প্রতি শুক্রবার কুরআন খতম করতেন। তিনি মাদরাসায়ে শায়খুনিয়ায় ফিকাহের শিক্ষক এবং জামে ইবনে তুলুনে খতিব ও আব্বাসি খলিফার মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। একবার বাদশাহ খলিফার মাধ্যমে তাঁকে মিসরের মুফতি হওয়ার আবেদন করেন, তবে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। হযরত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী ৫ বছর বয়সের ছিলেন তখন তাঁর সম্মানিত পিতা ৫ সফর শরীফ ৮৫৫ হিজরির সোমবার শরীফ রাতে ইশার আযানের সময় ইন্তিকাল করেন। সম্মানিত পিতা কয়েকদিন ধরে নিউমোনিয়া (এটাকে উর্দুতে "নমুনিয়া" বলে। (যেটাকে বাংলায় "নিউমোনিয়া" বলা হয়। হাদিস শরীফে রয়েছে: নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।) **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩/৫৫, হাদিস: ৩৮৮০)** রোগে ভুগছিলেন এবং এতেই তাঁর শাহাদত নসীব হয়। সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর কামালুদ্দীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه কে ইন্তিকালের পর স্বপ্নে দেখা ব্যক্তি বললো: আল্লাহ পাক দুনিয়ায় আপনাকে অভাবে রখেছেন যাতে আখিরাতে আপনাকে সমৃদ্ধি দান করেন। আব্বাজান বললেন: এমনই হয়েছে।

**(বাগিয়াতুল বিয়া, ১/৪৭২। আত তাহদ্দুসু বি নিয়ামাতিল্লাহ, পৃ: ১১। হুসনুল মুহাদারা, ১/৩৭০)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



www.dawateislami.net

## সন্তানের উপর পিতামাতার নেকীর প্রভাব

যেভাবে পিতামাতার সৌন্দর্যের প্রভাব সন্তানের মাঝে প্রকাশ পায়, তেমনি পিতামাতার নেক চরিত্রের (অর্থাৎ নেককার হওয়াও) সন্তানের মাঝে অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে। যদি পিতামাতা নেককার, পরহেযগার, আমলদার আলিম এবং মুফতীয়ে ইসলাম হন তবে সৌভাগ্যবান সন্তানরাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে আর দ্বীন - ইসলামের খেদমত করে থাকে, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জীবনীতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর সম্মানিত পিতামাতার ঘটনাবলী ঐ সকল লোকের জন্য শিক্ষনীয়, যারা তাদের সন্তানদের সুন্নাতের পথে পরিচালিত হতে দেখতে চান। যদি তারা নিজেরা নেককার, নামাযী এবং সুন্নাতের আদর্শে আদর্শিত হয় এবং তাদের সন্তানকে কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষা দেয়, নিজের সন্তানকে হাফিযে কুরআন, আলিমে দ্বীন বানায়, অতঃপর দেখুন আল্লাহ পাকের রহমতে সন্তান কিভাবে বার্ধক্যে সাহায্যকারী এবং দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সম্মানের কারণ হবে। اِنۡ شَآءَاللّٰہ

## মজযুব বুযুর্গুর দোয়া

নিজের সন্তানকে বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বরকত এবং তাঁদের মাযারের ফযিলতের ব্যাপারেও বলুন বরং মাঝে মাঝে তাদেরকে তাঁদের দরবারে নিয়ে যান, কেননা যদি আল্লাহ ওয়ালাদের কৃপাদৃষ্টি হয়ে যায় এবং তাঁদের দোয়া পেয়ে যায়, তবে সন্তানের জীবন সজ্জিত হয়ে যাবে। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমার সম্মানিত পিতা আমাকে ছোটবেলা থেকেই ওলামা ও মাশায়িকদের (رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام) নিকট নিয়ে যেতেন, তিন বছর বয়সে ইমাম ইবনে হাজর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে নিয়ে



www.dawateislami.net

গিয়েছিলেন এবং এরপর আরেক ওলী আল্লাহ হযরত শায়খ মুহাম্মদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে নিয়ে যান, তিনি আমার জন্য বরকতের দোয়া করেন। **(হুসনুল মুহাদারা, ১/২৮৮। আন নূরুস সাফির, ১/৯১)**

## প্রাথমিক অবস্থা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানিত পিতা ওফাত শরীফের পূর্বে অনেককে তাঁর পুত্রের লালন পালনের জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন, অতঃপর পরবর্তীতে শায়খ কামালুদ্দীন বিন হাম্মাম হানাফী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ "মাদরাসায়ে শায়খোনিয়া" থেকে তাঁর জন্য ভাতা নির্ধারণ করান এবং নিজের তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনযোগ দেন। তিনি ইলমে হাদিস তাঁর যুগের বড় বড় মুহাদ্দিসিনে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام নিকট পড়েছেন। **(শাজারাতুয যাহাবি, পৃ: ৭৫)**

## জ্ঞানার্জনের সফর এবং শ্রেষ্ঠত্ব

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর ছিলো, তাঁর বয়স তখনো আট বছরও পূর্ণ হয়নি, তিনি কুরআনে করীম হিফয করে নিলেন, অতঃপর খুব অল্প বয়সেই বড় বড় আরবি কিতাব "عمدۃ الاحکام", "المنہاج للنووی", "اَلفیۃ ابن مالک" এবং "منہاج البیضاوی" মুখস্থ করে নেন। তিনি হযরত আল্লামা শায়খ শাহাবুদ্দীন শারমাসাহি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট উত্তরাধিকারের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্র এবং ফিকাহে এতই দক্ষতা অর্জন করে নেন যে, ২৭ বছর বয়সেই তিনি পাঠদান ও ফতোয়া প্রদান করার অনুমতি পেয়ে যান। তিনি ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য সিরিয়া, হিজাজে মুকাদ্দাস (আরব শরীফ), ইয়েমেন,



www.dawateislami.net

ভারত এবং পশ্চিমা দেশে সফর করেন। তিনি শায়খ জালালুদ্দীন মুহাল্লা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর খেদমতে এক বছর পর্যন্ত সপ্তাহে দুইবার হাজিরি দিতে থাকেন এবং তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর তাফসির যা কিনা অসম্পূর্ণ ছিলো, তা তিনি সম্পন্ন করেন, যা "তাফসিরে জালালাইন" নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। **(আল কাওয়াকিবুস সায়িরা, পৃ: ২২৮-২২৯। আল ইমামুল হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী ওয়া জুহুদুহু ফিল হাদিস ওয়া উলুমুহু, পৃ: ১১৭। হুসনুল মুহাদারা, পৃ: ২৯০)**

## ওস্তাদের আস্থাভাজন

ইমাম জলালুদ্দিন সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: একবার আমি আমার ওস্তাদকে একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি সম্পর্কে আরয করলাম, ওস্তাদ সাহেব তাঁর কিতাবে যেই কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, সেই বর্ণনা সেই কিতাবে নেই বরং অন্য কিতাবে ছিলো, আমি যখনই ওস্তাদ সাহেবকে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম, ওস্তাদ সাহেব কিতাব না দেখেই শুধু আমার কথার উপর ভিত্তি করে তাঁর কিতাবে সেই স্থানে মন্তব্য লিখে দিলেন, যার ফলে আমার হৃদয়ে আমার ওস্তাদ সাহেবের প্রতি সম্মান আরো বৃদ্ধি পেয়ে গেলো, আমি নিজেকে ছোট মনে করে আরয করলাম: আপনি তো তদন্তের জন্য একটু অপেক্ষাও করতে পারতেন। **(হুসনুল মুহাদারা, ১/২৮৯)**

এই ঘটনার মাধ্যমে যেমনিভাবে ওস্তাদ সাহেবের বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পায়, তেমনিভাবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা এবং মনতুষ্ট করার শিক্ষাও পাওয়া যায়। ওস্তাদ সাহেবের এই আচরণে শাগরিদের হৃদয়ে তাঁর মর্যাদা ও শান আরো বৃদ্ধি পেয়ে গেলো, তাছাড়া এই বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, ওস্তাদ হয়ে যাওয়ার পর নিজের সংশোধনের দরজা বন্ধ করা উচিত নয়, যদি কেউ সঠিক কথা বলে, সে যদি শাগরিদও হয় তবে তা গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। বিনয় প্রকাশে সম্মান



www.dawateislami.net

হ্রাস পায় না, বরং বৃদ্ধি পায়। যেমনটি এই ঘটনায় ইমাম জলালুদ্দিন সুয়ূতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ স্বয়ং বলেছেন যে, ওস্তাদ সাহেবের এই আচরণে আমার হৃদয়ে তাঁর সম্মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

**মিটা দে আপনি হাস্তি কো আগার কুছ মরতবা চাহে**
**কেহ দানা খাক মে মিল কর গুলে গুলযার হোতা হে**

## বায়াত ও ইচ্ছা

সঠিক আকিদার শর্তাবলী সম্পন্ন পীরের মুরিদ হওয়া বহু শতাব্দী ধরে মুসলমানদের রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত, কেননা রূহানী বরকত আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর ফয়েয থেকে অর্জিত হয়ে থাকে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর পূর্বের বুযুর্গ হযরত ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ও সিলসিলায়ে শাজিলিয়া তরীকায় মুহাম্মদ বিন উমর শাজিলি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বায়াত গ্রহণ করেছিলেন।

**(আল ইমামুল হাফিয জালালুদ্দিন সুয়ূতী ওয়াজুহুহু ফিল হাদিস ওয়া উলুমুহু, পৃ: ১২০)**

## খোদাভীরুতা ও ধার্মিকতা

তিনি জ্ঞানের দক্ষতার পাশাপাশি তাকওয়া ও পরহেযগারিতায়ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ পাকের স্মরণে প্রায়ই চুপ থাকতেন, নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন, যদি কখনো তাহাজ্জুদের নামায ছুটে যেতো, তবে এতটাই উদ্বিগ্ন হতেন যে, অসুস্থ হয়ে যেতেন। **(ছায়ায়ে আরশ কিস কিস কো মিলেগা?, পৃ: ১৪)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ ইমাম জলালুদ্দিন সুয়ূতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাহাজ্জুদের নামায ছুটে গেলে তবে সেটার চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে যেতেন, আহ! তাঁর সদকায় যেনো



www.dawateislami.net

আমাদেরও ফরয নামাযের পাশাপাশি নফল নামাযের প্রতিও আগ্রহ নসিব হয়ে যায় এবং আমাদের যেনো কখনো তাহাজ্জুদ ছুটে না যায়।

## সুন্নাতকে জীবিত করলেন

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসরণ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য মহান সৌভাগ্যের বিষয়। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام সুন্নাতের উপর আমল করে এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। হযরত আল্লামা জলালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এমন একজন আমলকারী ছিলেন যে, তিনি ঐ সকল সুন্নাতেরও অনুসরণ করতেন, যা মানুষ আমল করা ছেড়ে দিয়েছিলো। তিনি তায়ালাসা (অর্থাৎ মাথা ও কাঁধ ঢাকার চাদর) পরিধানের সুন্নাতকে জীবিত করেছেন এবং এই বিষয়ে রীতিমতো একটি কিতাব "اَلْاَحَادِیْثُ الْحِسَان فِیْ فَضْلِ الطَّیْلَسَان" রচনা করেছেন আর তাঁর শাগরিদদেরকে এই সুন্নাত পালনের জন্য উৎসাহিত করতেন। **(আল ইমামুল হাফিয জালালুদ্দিন সুয়ূতী ওয়াজুহুদুহু ফিল হাদিস ওয়া উলুমুহু, পৃ: ৮৭)**

লাখো সালাম ঐ ইমাম ও ওস্তাদের প্রতি, যিনি নিজেও সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর আমল করার প্রেরণা রাখেন এবং নিজের শাগরিদদেরকেও এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। আহ! আমাদেরও যেনো আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর এই দোয়ার অংশ নসিব হয়ে যায়।

সুন্নাত কে মুতাবেক মে হার এক কাম করোঁ কাশ
তু পেয়করে সুন্নাত মুঝে আল্লাহ! বানা দেয়

**(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ১১৮)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد



www.dawateislami.net

## দুই লাখ হাদিসের হাফিয

হযরত ইমাম জলালুদ্দিন সুয়ূতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমার দুই লাখ হাদিসে মুবারকা মুখস্থ আছে, যদি আমি এর চেয়ে বেশি হাদিসে মুবারাকা পেতাম, তবে আমি তাও মুখস্থ করে নিতাম। আমি হজ্বের জন্য হাজির হলাম তখন যমযম শরীফ পান করে এই দোয়া করেছি: "হে আল্লাহ! আমাকে ফিকায় (অর্থাৎ দ্বীনি আহকাম) সিরাজুদ্দিন বুলখীনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর এবং হাদিসের ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মর্যাদা দান করো।" এই দোয়াটি কবুলের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নিজেই বলেন: (اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ) আমাকে সাতটি শাস্ত্রে পূর্ণ দক্ষতা দান করা হয়েছে:

(১) তাফসির (২) হাদিস (৩) ফিকাহ (৪) নাহু (৫) মাআনী (৬) বয়ান (৭) বাদিই। **(হুসনুল মুহাদা রা, ১/২৯০)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যদি বিশ্বাস দৃঢ় হয়, তবে নিঃসন্দেহে যমযমের পানি পান করার পর যেই দোয়া করা হয়, তা কবুল হয় এবং দোয়া কবুল কেনই বা হবে না যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যমযম যেই উদ্দেশ্যে পান করা হয়, সেটা তার জন্যই।"

**(ইবনে মাজাহ, ৩/৪৯০, হাদিস: ৩০৬২)**

**ইয়ে যমযম উস লিয়ে হে জিস লিয়ে ইস কো পিয়ে কোয়ি**
**ইসি যমযম মে জান্নাত হে ইসি যমযম মে কাউসার হে**

## হাদিস শাস্ত্রে দক্ষতা

হযরত আবুল ফজল ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সুয়ূতী শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ইলমে হাদিস শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতা রাখতেন, তাঁর



www.dawateislami.net

কিতাবগুলো যার সাক্ষ্য দেয়। একবার হযরত তাকি উদ্দীন আওজাকি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কিছু হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে পরিবর্তন করে পরীক্ষা নেয়ার জন্য ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট পাঠালেন, তিনি সেসব হাদিসসমূহ সেগুলোর মূল ও স্তর সহকারে বর্ণনা করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন তখন হযরত তাকিউদ্দীন আওজাকি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর নিকট এলেন এবং তাঁর হাত চুম্বন করে বললেন: আল্লাহর শপথ! আমার ধারণায়ও ছিলো না যে, আপনি সেগুলো সম্পর্কে কিছু জানেন। আমার দ্বারা আপনার ব্যাপারে যা কিছু হয়েছে, তা ক্ষমা করে দিন। **(ফাহরাসুল ফাহারিস, ২/১০১১, নম্বর: ৫৭৫)**

হযরত আল্লামা আবদুল ওয়াহাব শা'রানি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: ইমাম জলালুদ্দিন সুয়ূতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর যুগে হাদিস ও উসুলে হাদিস শাস্ত্রে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। **(ফাহরাসুল ফাহারিস, ২/১০১১, নম্বর: ৫৭৫)**

## জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ

শায়খ আবদুল কাদির শাযালি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর সম্মানিত ওস্তাদ ইমাম জলালুদ্দিন সুয়ূতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সম্পর্কে বলেন যে, তিনি আমাকে বলেছেন: আমি জাগ্রত অবস্থায় রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করেছি, তখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে "হে শায়খুল হাদিস" বলে ডাকলেন। আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমি কি জান্নাতি?" ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ। আমি আরয করলাম: কোনো আযাব ছাড়াই? ইরশাদ করলেন: তোমার জন্য এমনই।

**(আল কাওয়াকিবুস সায়িরা, ১/ ২২৯)**



www.dawateislami.net

## “শায়খুল হাদিস” উপাধি প্রদান করা হলো

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি স্বপ্নে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করলাম, তখন আমি হাদিস শাস্ত্রে আমার কিতাব “জামউল জাওয়ামি” এর কথা উল্লেখ করে আরয করলাম: আমি কি এটা থেকে কিছু আপনার সামনে পড়বো? তখন ইরশাদ করলেন: শোনাও! শায়খুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমাকে শায়খুল হাদিস বলা আমার জন্য এমন এক সুসংবাদ, যা আমার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে বড়। এক জায়গায় এভাবে তাহদিসে নেয়ামত (অর্থাৎ নিজের উপর হওয়া আল্লাহ পাকের নেয়ামতের চর্চা) স্বরূপ বলেন: তখন পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে হাদিস এবং আরাবিয়্যতে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান সম্পন্ন ছিল, শুধুমাত্র হযরত খিযির عَلَيۡهِ السَّلَام ব্যতীত এবং কোন কুতুব বা ওলীউল্লাহ ব্যতীত।

**(মুহাদ্দিসিনে ইযাম, হায়াত ও খিদমাত, পৃ: ৬০৫)**

## জাগ্রত অবস্থায় ৭৫ বার রাসূলের যিয়ারত

হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে এক ব্যক্তি চিঠি লিখলো যে, সুলতান কায়েতবাইয়ের নিকট আমার জন্য সুপারিশ করে দিন। তখন তিনি কিছুটা এভাবে এর উত্তর লিখেন: হে আমার ভাই! আমি এই পর্যন্ত জাগ্রত অবস্থায় ৭৫ বার রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হয়েছি। যদি আমার এই ভয় না হতো যে, শাসকদের সাথে সাক্ষাৎ করার কারণে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত থেকে বঞ্চিত হবো, তবে তোমার জন্য সুপারিশ করতে সুলতানের নিকট অবশ্যই



www.dawateislami.net

যেতাম। আমি হলাম একজন হাদিসের খাদেম, যে সকল হাদিস সমূহকে মুহাদ্দিসিনে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام নিজেদের গবেষণায় যয়িফ (দূর্বল) বলেছে, তা সংশোধনের জন্য রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি মুখাপেক্ষী এবং নিঃসন্দেহে এর উপকারিতা তোমার ব্যক্তিগত উপকারিতা থেকে বেশি। **(মিযানুল কুবরা লিশ শা'রানি, পৃ: ৫৫)**

## প্রতিদিন নবী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার

পীরে তরিকত, হযরত নূর মোহাম্মদ মাহারভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাহফিলে হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাবের আলোচনা চলছিলো, তিনি বললেন: হযরত জালালুদ্দীন সূয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতিদিন জাগ্রত অবস্থায় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করতেন। তিনি ফজরের নামাযের পর একাকিত্ব থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরে আসতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই সৌভাগ্য লাভ করতেন না। অতঃপর বললেন: এখনো এমন ব্যক্তি রয়েছে কিন্তু অনেকে বিনা কারণে এমন ঘটনাকে অস্বীকার করে থাকে। **(খুলাসাতুল ফাওয়ায়িদ, পৃ: ৫২)**

## শিক্ষক ও ছাত্র

হযরত আবুল ফজল ইমাম আবদুর রহমান বিন আবু বকর সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ওস্তাদদের সংখ্যা সম্পর্কে লিখেন যে, যাঁদের নিকট আমি শুনেছি এবং যাঁরা আমাকে সনদের অনুমতি দিয়েছেন আর যাঁরা আমাকে একটি পংক্তি শিখিয়েছে, তাঁদের সংখ্যা প্রায় ৬০০ আর বিশেষ ওস্তাদের সংখ্যা হলো ১৫০জন। **(আত তাহাদ্দুস বি নি'মাতিল্লাহ, পৃ: ৪৩)** তাঁর শাগরিদের সংখ্যাও অনেক বেশি। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনীর



www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ আরবী কিতাব "سُبُلُ الۡهُدٰى وَالرَّشَاد" এর লিখক হাফিযুল হাদিস মুহাম্মদ বিন ইউসুফ শামি সালেহ শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه ও তাঁর শাগরিদ।

## শিক্ষকতার খেদমত

৮৬৭ হিজরিতে তিনি মাদরাসায়ে শায়খুনিয়ায় তাঁর সম্মানিত পিতার স্থানে ফিকাহের ওস্তাদ নিযুক্ত হন। ৮৭১ হিজরিতে তিনি ফতোয়া লিখা শুরু করে দেন। দেখতে দেখতেই তাঁর ফতোয়া পূর্ব ও পশ্চিম, আরব ও অনারবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো। তাহদিসে নিয়ামত (অর্থাৎ নিজের উপর হওয়া আল্লাহ পাকের নেয়ামতের চর্চা) স্বরূপ বলেন: আমি এতো ফতোয়া দিয়েছি যে, এর সঠিক সংখ্যা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। যেই সকল মাসআলায় আমার সাথে আমার সময়কার ওলামাগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন, আমি সেই মাসআলাগুলোর প্রতিটির জন্য আলাদা কিতাব লিখেছি, যেগুলোর সংখ্যা ৫০টিরও বেশি এবং এখন আমার ফতোয়ার তিনটি খন্ড রয়েছে।

**(আল ইমামুল হাফিয জালালুদ্দিন সুয়ূতী ওয়া জুহুদুহু ফিল হাদিস ওয়া উলুমুহু, পৃ: ১৬১, ১৬৩)**

৮৭২ হিজরিতে তিনি জামে তুলুনিতে হাদিস শরীফ লিখানো শুরু করেন, যেখানে তাঁর পূর্বে হাফিযুল হাদিস ইমাম ইবনে হাজর আসকালানি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه হাদিসে পাক লিখাতেন, তাঁর ইন্তিকাল শরীফের পর ২০ বছর পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা বন্ধ ছিলো। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এই ধারাবাহিকতা পুনরায় শুরু করেন। ৮৭৭ হিজরিতে তিনি মাদরাসায়ে শায়খুনিয়ায় শায়খুল হাদিস পদে পৌঁছে গেলেন।

**(আত তাহাদ্দুস বি নি'মাতিল্লাহ, পৃ: ৮৮, ৯০)**



www.dawateislami.net

## প্রথম রচনা

হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ১৭ বছর বয়সে কিতাব লেখা শুরু করেন এবং প্রথম কিতাব "শরহুল ইস্তিআযা ওয়াল বাসমালা" রচনা করেন। তাঁর ওস্তাদ হযরত শায়খ ইলমুদ্দীন বুলকিনী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই কিতাব দেখলেন তখন পছন্দ করলেন এবং এতে তাঁর অভিমতও লিখলেন। তাঁর অধিকাংশ কিতাব তাঁর মুবারক জীবদ্দশাতেই আরব শরীফ, সিরিয়া, রোম, হিন্দ, ইয়েমেন এবং পশ্চিমা দেশে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো, বরং এ ব্যাপারে একটি ঈমানোদ্দীপক স্বপ্ন দেখা হয়েছে।

## গ্রহনীয়তার সুসংবাদ

তাঁর একজন শাগরিদ স্বপ্নে দেখলেন এবং হযরত শায়খ সালেহ মুহিব্বুদ্দীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট বর্ণনা করলেন তখন তিনি এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন: ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জ্ঞান তাঁর ইন্তিকাল শরীফের আগেই পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে যাবে। **(আত তাহাদ্দুস বি নি'মাতিল্লাহ, পৃ: ১৫৫)**

তাঁর কিতাব লেখার গতি খুবই দ্রুত ছিলো, তাঁর শাগরিদ আল্লামা শামসুদ্দীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি আমার সম্মানিত ওস্তাদকে দেখেছি যে, তিনি একদিনে তিন তিনটি কপি লিখতেন এবং এর পাশাপাশি হাদিস শরীফ লিখাতেন আর প্রশ্নের উত্তরও দিতেন। **(আল কাওয়াকিবুস সায়েরা, ১/২২৮)**

ইমাম আবদুল ওয়াহাব শা'রানি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যদি তাঁর কোন কারামতও না থাকতো তবুও তাকদীরের উপর ঈমান রাখা ব্যক্তিদের জন্য তাঁর এতো গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর বড় বড় কিতাবই তাঁর শান ও মহত্বের সাক্ষ্য স্বরূপ। **(জামে কারামাতে আউলিয়া, ২/১৯৭)**



www.dawateislami.net

তিনি নিজেই তাহদিসে নিয়ামত (অর্থাৎ নিজের উপর আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামতের চর্চা) স্বরূপ নিজের ১৮টি কিতাব সম্পর্কে বলেন: আমার জ্ঞান অনুযায়ী এগুলোর মতো কিতাব পৃথিবীতে কেউ লিখেনি এবং বর্তমান সময়েও কেউ লিখতে পারবে না। **(আত তাহাদ্দুস বি নি'মাতিল্লাহ পৃ: ১০৫)**

## তাঁর ১৩টি কিতাবের নাম

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ব্যাপারে ৬০০টি কিতাব লিখার অভিমত পাওয়া যায়, তাঁর অসংখ্য কিতাবের মধ্যে শুধুমাত্র ১৩টি কিতাবের নাম বরকত অর্জনের জন্য উপস্থাপন করা হলো:

اَلْاِتْقَانُ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ، اَلدُّرُّ الْمَنْثُوْرُ فِي التَّفْسِيْرِ الْمَأْثُوْرِ، حَاشِيَةٌ عَلٰى تَفْسِيْرِ الْبَيْضَاوِي، اَلدِّيْبَاجُ عَلٰى صَحِيْحِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، مِرْقَاةُ الصُّعُوْدِ اِلٰى سُنَنِ اَبِيْ دَاوٗدَ، شرحُ اِبْنِ مَاجَهْ، تَدْرِيْبُ الرَّاوِيْ فِيْ شَرْحِ تَقْرِيْبُ النَّوَوِيْ، اَللَّآلِي الْمَصْنُوْعَةُ فِي الْاَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ، شَرْحُ الصُّدُوْرِ بِشَرْحِ حَالِ الْمَوْتٰى وَالْقُبُوْرِ، فَضْلُ مَوْتِ الْاَوْلَادِ، خَصَائِصُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، اَلطِّبُّ النَّبَوِيّ، اَخْبَارُ الْمَلَائِكَةِ

## কখন নেকি প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে?

হে আশিকানে রাসূল! নেক কাজ করার পর মানুষের সামনে নিজের উপর আল্লাহ পাকের ঐ নেয়ামতের চর্চা করার নিমিত্তে বর্ণনা করাকে "তাহদিসে নিয়ামত" বলা হয়। শরীয়তে এ বিষয়ে বিধান হলো, যাঁকে (আলিম বা বুযুর্গ) মানুষ Follow (অর্থাৎ অনুসরণ) করে, তাঁদের জন্য মানুষের সামনে নিজের নেকি প্রকাশ করা উত্তম, যাতে লোকেরা তাঁদের চরিত্রের উপর আমল করতে পারে এবং যদি মানুষের নিকট থেকে নিজের প্রশংসা করানো উদ্দেশ্য হয়, তবে তা গুনাহ। **(হাদিকাতুন নাদিয়া, ২/৩৭৪)**



www.dawateislami.net

ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: নিজেই নিজের প্রশংসা করা জায়িয নয় কিন্তু প্রয়োজনের সময় সত্য প্রকাশের জন্য তাহদিসে নিয়ামত অর্থাৎ নিজের প্রশংসা করার অনুমতি রয়েছে। **(মলফুযাতে আ'লা হযরত, পৃ: ১৪১)**

## কে নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করতে পারবে?

বুযুর্গানে দ্বীন, ওলামায়ে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام তাহদিসে নিয়ামত হিসেবে নিজেদের নেক আমল প্রকাশ করা লৌকিকতা (রিয়া) নয় বরং এই সকল মনীষীদের জন্য সাওয়াবের কাজ। কেননা যখন তাঁদের নেক আমলের কথা শুনে তাঁদের অনুসারীরা এর উপর আমল করবে, তবে তাদেরও সেই আমলের সাওয়াব হবে। কিন্তু প্রত্যেকেরই নিজের আমল প্রকাশ করার সময় একশ একবার (১০১) নিজের অন্তরের অবস্থার প্রতি চিন্তা করে নেয়া উচিত, কেননা শয়তান বড়ই ধোকাবাজ, হতে পারে যে, আমাদের মতো দূর্বলদেরকে এই বাক্য বলিয়ে নিয়ে নিজের নেক আমল মানুষের মাঝে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে এবং লৌকিকতার মধ্যে লিপ্ত করে দেয়। যেমন; অন্তরে কুমন্ত্রণা প্রদান করলো যে, মানুষদের বলে দাও: "আমি তো শুধুমাত্র তাহদিসে নিয়ামতের জন্য আমার আমল সম্পর্কে বলছি।"অথচ মনে মনে আনন্দ অনুভব হচ্ছে যে, এভাবে বলাতে মানুষের অন্তরে আমার সম্মান বাড়বে। এটি নিঃসন্দেহে লৌকিকতা এবং সাথে তাহদিসে নিয়ামত বলা লৌকিকতার উপর লৌকিকতা আর পাশাপাশি মিথ্যার গুনাহের ধ্বংসযজ্ঞতাও। বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "রিয়াকারী (১৬৬ পৃ:)" পড়ুন।



www.dawateislami.net

**হে মুস্তফার প্রতিপালক!** আমাদের একনিষ্ঠতার সহিত ইবাদত করার সৌভাগ্য নসিব করো এবং আমাদেরকে শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে অনুধাবন করার সক্ষমতা দান করো, যার মাধ্যমে সে আমাদের আমল নষ্ট করে। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেরা হার আমল ব্যস তেরে ওয়াস্তে হো
কর ইখলাস এ্যয়সা আতা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ১০৫)

## মুজতাহিদ এবং মুজাদ্দিদ হওয়ার বর্ণনা

হযরত ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه একটি কিতাব "اَلتَّحَدُّث بِنِعْمَةِ الله" রচনা করেন, যাতে তিনি তাঁর উপর আল্লাহ পাকের প্রদত্ত অনুগ্রহ ও দয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি সেই কিতাবে বলেন: আমি ইজতিহাদের মর্যাদায় পৌঁছানোর পরেও ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মাযহাব থেকে বের হইনি এবং আমি আমার মুজতাহিদ হওয়ার দাবি গর্বের জন্য নয় বরং তাহদিসে নিয়ামত ও আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য করেছি। **(আত তাহাদ্দুস বি নি'মাতিল্লাহ, পৃ: ৯০। হুসনুল মুহাদারা, ১/২৯০)** একটি স্থানে তিনি এভাবে বলেন: আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে আমি দৃঢ় আশাবাদী যে, তিনি আমাকে এই ৯ম শতাব্দির মুজাদ্দিদ হওয়ার নেয়ামত দান করবেন। **(আত তাহাদ্দুস বি নি'মাতিল্লাহ, পৃ: ২২৭)**

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর তাজদীদি কৃতিত্ব ও মহান দ্বীনি ও জ্ঞানের খেদমতের কারণে তাঁর পরবর্তীতে আগত ওলামায়ে কিরাম যেমন; হযরত আল্লামা আলী ক্বারী, আ'লা হযরত ইমাম



www.dawateislami.net

আহমদ রযা খান এবং আল্লামা আবদুল হাই লৌখনোভী رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيۡهِمۡ তাঁকে নবম শতাব্দির মুজাদ্দিদ ঘোষণা করেছেন। **(মিরকাত, ১/৫০৭। হাশিয়ায়ে আ'লা হযরত আলাল মাকাসিদিল হুসনা, পৃ: ২। তা'লিকুল মুমাজ্জাদ আ'লা মুয়াত্তায়ে মুহাম্মদ, ১/১০২)**

## বিপদ - আপদে ধৈর্য

আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيۡهِمۡ জীবনী অধ্যয়ন করলে একটি বিষয় তাঁদের মুবারক জীবনে খুবই উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায় আর তা হলো আসন্ন বিপদ - আপদে ধৈর্য ও সন্তুষ্টির প্রতিচ্ছবি ধারণ করা। হযরত ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর জীবনেও এই গুণটি দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বিরুদ্ধবাদী ও হিংসুকদের পক্ষ থেকেও অনেক কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু তিনি ধৈর্য ও সন্তুষ্টির পথ ছাড়েননি এবং নিজের বিরুদ্ধবাদী ও হিংসুকদেরকে খারাপ কথা বলেননি। তাঁর শাগরিদ আল্লামা আবদুল কাদির শা'যালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: আমাদের শায়খ অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন কিন্তু এরপরও আমি কখনো তাঁকে কষ্ট প্রদানকারী হিংসুকদেরকে বদ দোয়া করতে, খারাপ কথা বলতে শুনিনি। বরং তিনি এরূপ বলতেন: "وَنِعۡمَ الۡوَكِيۡل حَسۡبُنَا اللهُ" অর্থাৎ আমার জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম রক্ষক। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه আরো বলেন: "কিছু লোক আমার শত্রুতা ও আমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য তৎপর ছিল, আমি একে আল্লাহ পাকের নেয়ামত মনে করি, যাতে আমিও নবী ও রাসূলদের عَلَيۡهِمُ السَّلَام মুবারক পদ্ধতির (অর্থাৎ বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করার) কিছু অংশ লাভ করতে পারি।" **(আল ইমামুল হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী ওয়াজুহুদুহু ফিল হাদিস ওয়া উলুমুহু, পৃ: ৯০)**



www.dawateislami.net

## বিরুদ্ধবাদীদের ক্ষমা করে দিলেন

ইমাম আবদুল ওয়াহাব শা'রানির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: আমাকে শায়খ শুয়াইব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেছেন যে, আমি হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইন্তিকাল শরীফের সময় তাঁর খেদমতে উপস্থিত বিরুদ্ধবাদী ও হিংসুকদেরকে ক্ষমা করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: আমার ভাই! আমি তো তাদের তখনই ক্ষমা করে দিয়েছিলাম যখন তারা আমার হক ক্ষুন্ন করেছিল। তাঁর ওফাত শরীফের সময় তাঁর নিকট উপস্থিত লোকদেরকে বললেন: সাক্ষী হয়ে যাও! আমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাদের সম্পর্কে আমি এরূপ সংবাদ পেয়েছি যে, তারা আমার সম্মানের পেছনে পড়ে রয়েছে, তবে আমি তাদেরকে ধমকিয়ে ক্ষমা করি না, যারা ওলামাদের সম্মানে হাত দিয়েছে। **(আল ইমামুল হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী ওয়াজুহুদুহু ফিল হাদিস ওয়া উলুমুহু, পৃ: ৮৮। জামে কারামাতে আউলিয়া, ২/১৯৬)**

## বিয়াদবদের মন্দ পরিণতি

হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন খানকায়ে বিরাসিয়ায় শায়খুস সুফিয়া পদে ছিলেন, সেখানে মানুষকে ওয়াকফের সম্পদে শরীয়ত বিরুধি কাজ করতে দেখেন, তখন তিনি তাদেরকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে এই কাজে বাধা দিলেন। বুঝার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে সেই দূর্ভাগারা مَعَاذَ الله তাঁর উপর আক্রমণ করে বসলো এবং তাঁকে প্রহার করলো। ইমাম শা'রানি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ক্ষমা করার পরও তাদের উপর ওলী আল্লাহর প্রতি বিয়াদবি ও অপমানের এই ভয়াবহতা প্রকাশ পেলো যে, তারা মানুষের নিকট ঘৃণ্য হয়ে গেলো, তাদের নিজের জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হওয়া নসিব



www.dawateislami.net

হলো না, অনেকে হারাম খাওয়াতে লিপ্ত হয়েছে এবং অনেকে ওলামা ও আউলিয়াদের (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) অস্বীকার করার মতো মন্দ কাজে পড়ে গেছে আর তাদের মাঝে দুর্ভাগ্যের নিদর্শন প্রকাশ পেয়ে গেলো। আমি তাদের মধ্যে একজনকে (যে নিজেই স্বীকার করেছিলো যে, আমি مَعَاذَ الله আমার স্যান্ডেল শায়খের কাঁধে মেরেছিলাম) এই অবস্থায় দেখেছি যে, অভাবের কারণে মানবিক চাহিদা পূরণে হারাম খাচ্ছিল। যখন সে মারা গেল, তখন কেউ তার জানাজায় যায়নি। **(লাওয়াকিহুল আনওয়ারিল কুদসিয়া, পৃ: ৩০৩)**

## ভবিষ্যতের সংবাদ

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه একবার কিছু লোকের সামনে বললেন: "মিসরের সুলতান জান বিলাতের পর অমুক ব্যক্তি সম্রাজ্যের শাসক হবে।" মিসরে এই কথা ছড়িয়ে পড়ল এমনকি তাঁর ভবিষ্যতবাণী সত্যি হলো। **(জামে কারামাতে আউলিয়া, ২/১৫৭)**

তুমহারে মুহ সে জু নিকলি ওহ বাত হো কে রহি
কাহা জু দিন কো কেহ শব হে তু রাত হো কে রহি

## দুঃখের অবসান

হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه নিজের জীবদ্দশাতেই নিজের পরিবারের সকল সদস্যের মৃত্যুর কষ্ট সহ্য করেছেন, তিনি বলেন: আমার অধিকাংশ ভাই ও সন্তান-সন্ততিরা শহীদ হয়েছে, কেউ প্লেগে, কেউ প্রসবকালীন এবং কেউ নিমোনিয়া রোগে এবং আমিও আল্লাহ পাকের দয়ায় শাহাদাতের আশা রাখি। **(আত তাহাদ্দুস বি নি'মাতিল্লাহ, পৃ: ১০)**



www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আশার বরকত প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনিও শাহাদাত লাভ করেন, তা এভাবে যে, ইন্তিকাল শরীফের পূর্বে তাঁর বাম হাতে মারাত্মক প্রদাহ হয় এবং তিনি সাতদিন এ রোগে ভূগে ইন্তিকাল করেন। **(শাযারাতুয যাহাব, পৃ: ৭৮)**

হাদিসে পাকে রয়েছে: "مَنۡ مَاتَ مَرِيۡضًا مَاتَ شَهِيۡدًا" অর্থাৎ যে অসুস্থ অবস্থায় মারা গেল, সে শহীদ। **(ইবনে মাজাহ, ২/২৭৭, হাদিস: ১৬১৫)**

## ধন ও সম্পদের প্রতি বিমুখতা

ওফাত শরীফের কিছুদিন পূর্বে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه পাঠদান ও শিক্ষতা এবং ফতোয়া দেওয়া বন্ধ করে দেন আর শেষ সময়টি একাকী ইবাদত ও রিয়াযত এবং কিতাব লেখা - লেখির কাজে কাটিয়ে দেন। এই সময়ে শাসকরা তাঁর সাক্ষাতে আসতেন এবং মূল্যবান উপহার প্রদান করতেন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করতেন না। একবার সুলতান আশরাফ গৌরী তাঁর খেদমতে একজন গোলাম ও এক হাজার দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) পাঠান, তিনি দিনারগুলো ফিরিয়ে দিলেন এবং গোলামকে আযাদ করে রওযায়ে রাসূলের খাদেম বানিয়ে দিলেন অতঃপর বার্তাবাহকের মাধ্যমে সুলতানকে বার্তা পাঠালেন যে, ভবিষ্যতে কোনো উপহার যেনো আমার নিকট না আসে, আল্লাহ পাক আমাকে এই উপহার (Gifts) থেকে বিমুখ করে দিয়েছেন। **(আল কাওয়াকিবুস সায়েরা, ১/২২৯)**

## ইন্তেকাল শরীফ

ইলম ও আমলের প্রতিচ্ছবি হযরত আবু ফজল ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সুয়ূতী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه সাতদিন ধরে বাম হাতের



www.dawateislami.net

প্রদাহ রোগে ভুগে ১৯ জুমাদাল উলা ৯১১হিঃ অনুযায়ী ১৭ অক্টোবর ১৫০৫ সালে জুমা মুবারকের দিন নীল নদের তীরে অবস্থিত রওযাতুল মিকইয়াসে ইন্তিকাল করেন এবং কায়রোতে বাবে কারাফার নিকট তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর জামা মুবারক এবং পেয়ালা শরীফ গোসল প্রদানকারী (উত্তরাধিকারদের অনুমতিতে) নিয়ে নেন, অতঃপর কেউ তার থেকে বরকত অর্জনের জন্য সেই জামা পাঁচ দিনারে কিনে নেন এবং আরেকজন বরকত অর্জনের জন্য তিন দিনার দিয়ে পেয়ালা কিনে নেয়। **(আল কাওয়াকিবুস সায়িরা, ১/২৩১। আল ইমামুল হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী ওয়াজুহুহু ফিল হাদিস ওয়া উলুমুহু, পৃ: ৮২)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

## বুযুর্গুদের ব্যবহৃত জিনিস দ্বারা বরকত অর্জন করা

আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام এর সাথে সম্পর্কিত জিনিস দ্বারা বরকত অর্জন করার প্রথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নবী করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কিত জিনিস সংগ্রহ করার চেষ্টা করতেন এবং এর দ্বারা রোগীদের চিকিৎসা করতেন। যেমনটি হুদায়বিয়া নামক স্থানে নবী করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চুল মুবারক কেটে সমস্ত চুল মুবারক একটি সবুজ গাছের নিচে রেখে দেন। সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সেই গাছের নিচে জড়ো হয়ে গেলেন এবং একে অপরের কাছ থেকে চুল মুবারক নিতে লাগলেন। সাহাবিয়া হযরত উম্মে আমারাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমিও কয়েকটি চুল মুবারক সংগ্রহ করেছি। নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাত শরীফের পর যখন কেউ



www.dawateislami.net

অসুস্থ হতো, তখন আমি সেই মুবারক চুল পানিতে ডুবিয়ে অসুস্থ রোগীকে পান করাতাম, তখন আল্লাহ পাক অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করতেন।

**(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/২১৭)**

**সুখে ধানোঁ পে হামারে ভি করম হো জায়ে**
**ছায়ে রহমত কি ঘাটা বন কে তুমহারে গেয়সু**

**(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ১২০)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## প্রশংসামূলক উক্তি

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর আজিমুশ শান কৃতিত্বের কারণে আজ পর্যন্ত বিশ্বের মানুষ তাঁকে স্মরণ করে। প্রায় পাঁচশত বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও এখনো আলিম কোর্সে (দরসে নিজামী) তাঁর লিখিত অনেক কিতাব পড়ানো হয়। শুধু তাই নয় বরং বহু শতাব্দী ধরে ওলামায়ে কিরাম তাঁর ইলমী কৃতিত্বগুলোর চর্চা এবং তাঁর প্রশংসা করে আসছেন, যেমনটি:

(১) তাঁর সম্মানিত ওস্তাদ কাযিউল কাযাত, ইলমুদ্দীন বুলখীনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه তাঁর সুযোগ্য শাগরিদ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর ছাত্র জীবনে লিখিত দু'টি কিতাব দেখে এভাবে প্রশংসা করেন: "আমি এই দু'টি কিতাবে অনেক উপকারি বিষয় দেখেছি, এগুলো সুন্দরভাবে এবং সুন্দর ভাষায় লেখা হয়েছে, সত্যি বলতে কি, এই দু'টি কিতাব তাঁর ফযিলত প্রকাশ করছে। আল্লাহ পাক কিতাব লেখকের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।" **(আত তাহাদ্দুস বি নি'মাতিল্লাহ, পৃ: ১৩৭)**



www.dawateislami.net

(২) ইমাম নাজমুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হলেন: অনেক বড় আলিম, ইমাম, গবেষক, হাদিসের হাফিয এবং শায়খুল ইসলাম আর তাঁর কিতাবগুলো খুবই উপকারী।" **(আল কাওয়াকিবুস সায়িরা, ১/২২৭)**

(৩) শায়খুস সূফীয়া আল্লামা আব্দুল কাদির আয়দারুস হিন্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কারামত সম্পন্ন বুযুর্গ। তাঁর ইন্তিকাল শরীফের পর তাঁর অনেক কারামত প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক।

**(আন নুরুস সাফির, ৯১ পৃ:)**



www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

**হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬**

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

**E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net**